# ইসলামে গুপ্তচরবৃত্তি

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, মহান আল্লাহ তাআলার অগণিত হামদ যিনি আমাদেরকে এই কুফর কবলিত জাহেলিয়াতের আঁধারে ঘেরা সমাজে কুফর ও ঈমান, জাহেলিয়াত ও ইসলামকে চেনার এবং ঈমান ও ইসলামের পথকে আঁকড়ে ধরার তাওফীক ও হিম্মত দান করেছেন।

ইসলাম চির অবধারিত ও চিরস্থায়ী একটি জীবনব্যবস্থা। কেবল প্রচলিত অর্থে 'ধর্ম' নয়, বরং ইসলাম হলো 'দ্বীন' তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাপনার নাম। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন তথা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। তেমনি সময়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'গুপ্তচরবৃত্তি' বা 'গোয়েন্দাগিরী' সম্পর্কেও ইসলামের দিকনির্দেশনা রয়েছে।

## ১. গুপ্তচরবৃত্তির পরিচয়

গুপ্তচরবৃত্তি হলো, অন্যের গোপন বিষয় অগোচরে জেনে নেয়া। গোপনে তথ্য ও খবরাখবর সংগ্রহ করা, গোয়েন্দাগিরি বা, রহস্য উদঘাটন ও অনুসন্ধান করা। আর যে এটাকে পেশা বানিয়ে নেয়, তাকে বলা হয় 'গোয়েন্দা' বা 'গুপ্তচর'। আরবীতে বলা হয় 'জাসূস' বা 'আঈন'।

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যে এর সুনির্দিষ্ট কোনো পারিভাষিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়না, এবং এর প্রয়োজনীয়তাও নেই। কারণ, এটা সকলের জানা-শোনা ও সুস্পষ্ট একটা বিষয়।

# ২. গুপ্তচরবৃত্তির বিধান

## ক. মুসলিমদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি

নিজের মনোবাসনা পুরণার্থে অগোচরে কারো গোপন কার্যকলাপ অনুসন্ধান এবং একান্ত ব্যাক্তিগত বিষয় উন্মোচন করা। কারো পেছনে আড়ি পেতে থাকা। অন্যের দোষ খোঁজা ইত্যাদি নাজায়েয ও হারাম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ﴾ [الحجرات: ١٢]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা বহু অনুমান থেকে বেঁচে থাকো, কেননা, কিছু অনুমান গোনাহ, এবং তোমরা কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করোনা এবং একে অপরের গীবত করোনা। -সূরা হুজুরাত, আয়াত **১২**

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا.». [صحيح البخاري ٨/ ١٩ ط السلطانية]

তোমরা অনুমানে কথা বলা থেকে বিরত থাকো, কেননা অনুমানে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। আর তেমরা একে অন্যের পেছনে পড়ো না, গোপন বিষয়ে অনুসন্ধান করো না, হিংসা-বিদ্বেষ করোনা, তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও। -সহিহ বোখারী **৮/১৯**

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته". [مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٢٩ ط التأصيل الثانية]

তোমরা মুমিনদের কষ্ট দিওনা, এবং তাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করোনা। কেননা, যে ব্যাক্তি মুমিনদের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়ায়, স্বয়ং আল্লাহ তার গোপন

বিষয়গুলো খুঁজে খুঁজে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দিবেন। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ১০/২২৯

এমনিভাবে শত্রুদের পক্ষ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা, মুসলিমদের গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে কুফফার ও তার দোসরদের নিকট পৌঁছে দেয়া। যে তথ্যের ভিত্তিতে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে। তাদের রক্ত ঝরায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের বন্দি ও হত্যা করে। এ ধরনের গুপ্তচরবৃত্তি খুবই জঘন্য অপরাধ, এবং কঠিন শাস্তির উপযুক্ত।

- হারবী কাফের তথা মুসলিমদের সাথে যার কোনো নিরাপত্তা চুক্তি নেই, এমন গুপ্তচরকে হত্যা করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।

- মুআহিদ কাফের বা যিম্মী যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করে তাহলে তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গ হয়না, এবং তাকে হত্যা করা যাবেনা। তবে যদি অঙ্গিকারের সময় এ শর্ত করা হয় যে, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারবে না, তারপরেও যদি সে করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। এবং তাকে হত্যা করা হবে।

**আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহি. (মৃ-৮৫৫ হি.) বলেন,**

قتل الجاسوس الحربي، وعليه الإجماع. وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي ... وعند الجمهور: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به. «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١٤/ ٢٩٧)

হারবী গুপ্তচরকে হত্যা করা হবে, এ ব্যপারে সবাই একমত। আর মুআহিদ বা যিম্মীর ক্ষেত্রে জুমহুর ফকিহদের মত হলো, গুপ্তচরবৃত্তির দ্বারা চুক্তি ভঙ্গ হবেনা, তবে এব্যপারে শর্ত করে থাকলে চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। -উমদাতুল কারী ১৪/২৯৭

আর যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে তাকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠানো হয়, তাহলেও তার চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। তখন তাকে হত্যা করতে কোনো সমস্যা নেই। বরং উত্তম হলো তাকে হত্যা করে ফেলা। যেনো অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়।

**আল্লামা হাসকাফি রহি. (মৃ- ১০৮৮ হি.) বলেন,**

وينتقض عهدهم...أو يجعل نفسه طليعة للمشركين بأن يبعث ليطلع على أخبار العدو فلو لو يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ص٣٤٣]

যিম্মীদের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, যদি শত্রুদেরকে তথ্য দেওয়ার জন্য যিম্মীকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠানো হয়। -আদ্দুররুল মুখতার ৩৪৩

- মুসলিম গুপ্তচর যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের তথ্যপ্রদান করে। এটা আল্লাহর শত্রুদের সাথে "মুআলাত" তথা মিত্রতার অন্তর্ভূক্ত। এটা এমন কুফুর, যা ক্ষেত্রবিশেষ ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ﴾ [الممتحنة: ١]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (সূরা মুমতাহিনা:১)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী, খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে। -সূরা মায়েদা:৫১

তবে, স্বাভাবিকভাবে এটা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়না। যদি সে এধরনের হারাম কাজকে হালাল মনে করে, বা তার আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়, কুফুর ও কাফেরদের মুহাব্বত করে, অথবা কুফুরকে বিজয়ী করতে নি:স্বার্থ কাজ করে যায়, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আর এটা যদি কোন দুনিয়াবি স্বার্থ বা লোভের কারণে হয়। তাহলে ইসলাম থেকে বের হবেনা। শরিয়তের দৃষ্টিতে তাকে মুনাফিক বলে। তাকে আটক করে দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্ড দিবে, এবং কঠিন শাস্তি দিবে যাবৎ না তাওবা করে।

**ইমাম আবু ইউসুফ রহি. (মৃ-১৮২ হি.) বলেন,**

الجاسوس على المسلمين إما أن يكون مسلما أو ذميا أو من أهل الحرب، وقد أجاب أبو يوسف عن سؤال هارون الرشيد فيما يتعلق بالحكم فيهم، فقال: وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب أو من المسلمين، **فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم، وإن كانوا من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة، وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة.** [الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠/ ١٦٢]

মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির ক্ষেত্রে গুপ্তচর হয়তো মুসলিম হবে, অথবা যিম্মী বা হারবী হবে। এ ব্যাপারে খলিফা হারুনুর রশিদ ইমাম আবু ইউসুফ রহি. কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, গুপ্তচর যদি হারবী কাফের হয়, অথবা জিযিয়া আদায়কারী ইহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক যিম্মী হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলুন, আর যদি মুসলিম পরিচয়ধারী হয়, তাহলে দীর্ঘ সময় আটকে রেখে কঠিন শাস্তি প্রদান করুন, যাবৎ না তওবা করে। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ১০/১৬২, কিতাবুল খিরাজ ২২৫)

**ইমাম মুহাম্মদ রহি. (মৃ-১৮৯ হি.) বলেন,**

وقال الإمام محمد بن الحسن: وإذا وجد المسلمون رجلا – ممن يدعي الإسلام – عينا للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم فأقر بذلك طوعا **فإنه لا يقتل، ولكن الإمام يوجعه عقوبة.** ثم قال: إن مثله لا يكون مسلما حقيقة، ولكن لا يقتل لأنه لم يترك ما به حكم بإسلامه فلا يخرج عن الإسلام في الظاهر ما لم يترك ما به دخل في الإسلام، **ولأنه إنما حمله على ما فعل الطمع، لا خبث الاعتقاد.** [الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠/ ١٦٣]

যদি মুশরিকদের পক্ষে কাজ করা কোনো মুসলিম গুপ্তচর পাওয়া যায়, যে মুসলিমদের গোপন খবরাখবর লিখে কাফেরদের নিকট পৌঁছে দেয়। এবং এ ব্যাপারে স্বেচ্ছায় তার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। তাহলে আমীর তাকে কঠিনশাস্তি প্রদান করবেন। তিনি আরো বলেন, এধরনের ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হতে পারেনা। কিন্তু তাকে হত্যা করা যাবেনা। কারন, সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে

যায়নি। কেননা সে এধরনের কাজ লোভের বশবর্তী হয়ে করেছে, আকিদা নষ্ট হওয়ার কারনে নয়। (শরহুস সিয়ারুল কাবীর ১/৩০৯, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ১০/১৬৩)

হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআ রাযি. এর ঘটনা দিয়ে তিনি দলীল পেশ করেন,

**فلو كان بهذا كافرا مستوجبا للقتل ما تركه رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم –، بدريا كان أو غير بدري.وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا ما ترك رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – إقامته عليه.**وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة: ١]. **فقد سماه مؤمنا**، وعليه دل قصة أبي لبابة حين استشاره بنو قريظة فأمر أصبعه على حلقه يخبرهم أنهم لو نزلوا على حكم رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – قتلهم. وفيه نزل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول} [الأنفال: ٢٧]. [شرح السير الكبير ص٢٠٤١]

যদি তিনি কাফের হয়ে যেতেন, তাহলে -তিনি বদরী হোন বা না হোন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিতেন না। এমনিভাবে তাকে হত্যা করা যদি হদ হিসেবে আবশ্যক হতো, তাহলেও তাকে ছেড়ে দিতেন না। তার ব্যপারে যে আয়াত নাযিল হয়েছে, ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ﴾ [الممتحنة: ١] 'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু এবং আল্লাহর শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না'। এখানে আল্লাহ তাকে মুমিন বলে সম্মোধন করেছেন। এমনিভাবে আবু লুবাবা রাযি এর ঘটনা থেকেও এটা প্রমাণিত হয়, বনু কুরাইযার ইহুদীরা তার নিকট পরামর্শ চাইলে তিনি হাতের ইশারায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি তারা গ্রহণ করে নেয়, তাহরে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তার ব্যপারে আয়াত নাযিল হয়, ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧] হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ ও তার রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করোনা এবং নিজেদের আমানতের মধ্যেও খেয়ানত করো

না। (সূরা আনআম, আয়াত ২৮) এখানেও আল্লাহ তায়ালা তাকে মুমিন বলে সম্মোধন করেন।

**ইমাম কুরতুবী রহি. (মৃ- ৬৭১ হি.) বলেন,**

قوله تعالى: (تلقون إليهم بالمودة) يعني بالظاهر، لأن قلب حاطب كان سليما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (**أما صاحبكم فقد صدق**) وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده.... من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم **لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم**، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين. [تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٢]

(তোমরা তাদের প্রতি সম্প্রীতির হাত প্রসারিত করছো) বাহ্যিকভাবে। কেননা হাতেব রাযি. এর অন্তর ছিলো স্বচ্ছ, কারন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের এ সাথী সত্য বলেছে'। তার হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসের নিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণ। .... মুসলিমদের গোপন বিষয় অসুন্ধানে লেগে থাকা, খবরাখবর সংগ্রহ করে কাফেরদের নিকট পৌঁছে দেওয়া, এগুলো যদি দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়, এবং তার বিশ্বাসে একনিষ্ঠতা থাকে, তাহলে এর মাধ্যমে ব্যক্তি কাফের হয় না। যেমনটা হাতেব রাযি. করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিলো, (তার পরিবারের জন্য) সাহায্য পাওয়া। দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া মোটেও ইচ্ছে ছিলোনা। তাফসীরে কুরতুবী **১৮/৫২**

যদি এই শাস্তি কার্যকর না হয় বরং সে গুপ্তচরবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্য অনুযায়ী তাকে তাযীর হিসেবে হত্যা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমীরের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

**আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহতে উল্লেখ রয়েছে,**

أما عقوبة المتجسس فهي التعزير، إذ ليس في ذلك حد معين، والتعزير يختلف والمرجع في تقديره إلى الإمام.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٠/ ١٦٩)

গুপ্তচরের শাস্তি হলো তাযীর, এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট হদ নেই। আর তাযীর বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমীরের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। -আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ১০/১৬৯

এছাড়া কারো কারো মতে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে 'মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করা'র কারনে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

**ইমাম ইবনে জারির তবারী রহি. (মৃ-৩১০ হি.) বলেন,**

ومعنى ذلك: لا تتخذوا، أيها المؤمنون، الكفارَ ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلُّونهم على عوراتهم، فإنه مَنْ يفعل ذلك ="فليس من الله في شيء"، يعني بذلك: فقد برئ من الله وبرئ الله منه، **بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر**. [تفسير الطبري جامع البيان – ط دار التربية والتراث ٦/ ٣١٣]

উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, হে মুমিনগণ, তোমরা কাফেরদের এমন সাহায্যকারী বানিয়ো না যে, তাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সম্প্রীতির হাত বাড়িয়ে দিবে, এবং মুমিনদের গোপন বিষয়ে তাদের অবগত করবে। **কেননা, যে এমনটি করবে, তার ক্ষেত্রে আল্লাহর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, কারণ, সে দ্বীন থেকে বের হয়ে কুফুরীতে প্রবেশ করেছে**। -তাফসীরে তবারী ৬/৩১৩

**ইমাম আহমদ শাকের রহি. (মৃ-১৩৭৭ হি.) বলেন,**

أحمد شاكر في رسالته (كلمة حق ص١٢٦) في حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين في عدوانهم على مصر وبلدان المسلمين حيث قال: (أما التعاون بأي نوع من التعاون قل أو كثر **فهو الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار**. [فتاوى واستشارات الإسلام اليوم ٧/ ٣٨٦ ]

ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের মিসর ও অন্যান্ন মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসনে কম-বেশী কোনো প্রকারের সাহায্য করা **প্রকাশ্য রিদ্দাহ ও সুস্পষ্ট কুফুর**। এক্ষেত্রে কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য নয়। -মাসাইল ফি ফিকহিল জিহাদ, পৃ. ৩৬২

**শায়েখ আবু ইয়াহইয়া আল লিবী হাফি. বলেন,**

الجواسيس الذين ظاهرهم الإسلام على قسمين: القسم الأول :من كان نوع تجسسه إعانة صريحة للكفار على **المسلمين وهو الذي يدخل دخولاً جلياً في مسمى المظاهرة، فهذا مرتد** ، وحكمه —من جهة القتل وعدمه—حكم الزنديق، إن جاء تائباً قبل القدرة عليه قُبلت توتبه وإلا فيتعين قتله إلا إن كان في تركه مصلحة واضحة راجحة فلا بأس بتركه وإطلاقه مراعاةً لها .القسم الثاني: من لم يكن نوع تجسسه صريحاً في الإعانة، فيجتهد في عقوبته بما يناسب جنايته وقد تصل إلى القتل تعزيرا. [المعلم في حكم جاسوس المسلم صـ ١٤٧ ]

মুসলিম গুপ্তচর দুই প্রকার, প্রথম প্রকার হলো, যার গুপ্তচরবৃত্তি সুস্পষ্টভাবে কাফেরদের সাহায্য করে, সে প্রকাশ্য সাহায্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে এবং মুরতাদ হয়ে যাবে। তাকে হত্যা করা না করার ক্ষেত্রে তার বিধান হলো যিন্দিকের ন্যায়। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যার গুপ্তচরবৃত্তি সুস্পষ্টভাবে কাফেরদের সাহায্য করা হয়না, তাকে তাযীর হিসেবে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ হত্যা করা হবে। -আল মু'লিম ফি জাসূসিল মুসলিম, পৃ. ১৪৭

**খ. কাফেরদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি**

মুসলিম উম্মাহর উপর ধেঁয়ে আসা আগ্রাসন আর কুফফার ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে গুপ্তচরবৃত্তির অবদান অনস্বীকার্য। যুগেযুগে হক-বাতিলের দন্ধ ও ইসলাম-কুফুরের চলমান সংঘাতে গুপ্তচরবৃত্তি একটি আবশ্যকীয় বিষয়। আর শত্রুর চক্রান্ত থেকে পরিত্রান লাভের জন্য শত্রুর উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা এবং তার মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ও প্রশংসনীয় কাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে হযরত যুবায়ের, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং আরো বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম গুপ্তচরবৃত্তির এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। কেননা, শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহ করা, তাদের দূর্বলতার স্থানগুলো চিহ্নিত করা, তাদের যুদ্ধাস্ত্র, সরঞ্জামাদি ও সৈন্যদের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগতি লাভ করার ব্যাপারে মুসলিমগণ আদিষ্ট। আর এসকল কাজও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অন্তর্ভূক্ত। এবং এর কারণে ব্যাক্তি আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّيۡلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٞ صَٰلِحٌۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [التوبة: ١٢٠]

মুসলমাগণ শত্রুদেরদের কাছ থেকে যা কিছু পায়; অবশ্যই তার বিনিময়ে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হবে। -সূরা তাওবা: ১২

শত্রুর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা প্রস্তুত করা, পাঠানো, শত্রুর খবরাখবর জানা, শত্রুর মাঝে হতাশা ছড়িয়ে দেওয়া ও ছদ্মবেশ ধারণ করে উদ্দেশ্য পূর্ণ করা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এর বৈধতা সুন্নাহ থেকে প্রমানিত। পঞ্চম হিজরিতে সংঘটিত গাযওয়ায়ে আহযাবের দিন হযরত নুয়াইম ইবনু মাসউদ ইবনু 'আমের আশজাঈ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি মুসলিম হয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতে পারেনি। সুতরাং আপনি আমাকে কোন আদেশ করুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ وَّاحِدٌ، فَخَذِّلْ عَنَّا مَا اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ) 'ব্যক্তি হিসেবে যেহেতু তুমি নিতান্তই একক, সেহেতু কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁদের ঐক্যে ফাটল ধারানো এবং তাদের মনোবল নষ্ট করার মতো কোন কৌশল তুমি অবলম্বন করতে পার। কারণ, শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার ব্যাপারে এ সব কূটকৌশল অত্যন্ত মূল্যবান। যুদ্ধ অর্থ হচ্ছে কূটকৌশলের খেলা। এ প্রেক্ষিতে নুয়াইম তৎক্ষণাৎ বুন কুরাইযাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

জাহেলিয়াত যুগে বনু কোরাইয়ার সঙ্গে নুয়াইমের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, আপনাদের এবং আমার মধ্যে যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, আপনারা অবশ্যই তার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। তারা বলল, 'জী হ্যাঁ।'

নুয়াইম বললেন, 'তাহলে আপনারা এ কথাটাও অবশ্যই স্বীকার করবেন যে কুরাইশদের ব্যাপারটা আপনাদের ব্যাপার হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ অঞ্চল আপনাদের নিজেদের। এখানে আপনাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ সব কিছুই

রয়েছে। আরও রয়েছে পরিবার পরিজন। এ সব কিছু পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কুরাইশ ও গাত্বাফান এ দুই গোত্র এসেছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আর আপনারা হাত মিলিয়েছেন যুদ্ধ পিপাসু এমন দুই গোত্রের সঙ্গে এখানে যাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ কিংবা পরিবার পরিজন বলতে কিছুই নেই। এ কারণে, এখানে কোন সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকলে তারা পদক্ষেপ নেবে, নচেৎ গোলমাল সৃষ্টি করে বিদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, এখানেই আপনাদের থাকতে হবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকবে। আপনারা যদি তাঁর শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের সাহায্য করেন তাহলে যে ভাবেই হোক তিনি অবশ্যই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।' নুয়াইমের মুখে এ কথা শোনা মাত্রই বনু কুরাইযা সতর্ক হয়ে বলল, 'নুয়াইম! বলুন এখন কী করা যায়?' তিনি বললেন, 'যে পর্যন্ত কুরাইশ তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্ধক হিসেবে আপনাদের জিম্মায় না রাখবে আপনারা তাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন না।'

বনু কুরাইযাহ বলল, 'আপনি অত্যন্ত সঙ্গত কথাই বলেছেন।'

এরপর নুয়াইম সোজা কুরাইশদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর বললেন, 'আপনাদের প্রতি আমার যে ভালবাসা এবং সদিচ্ছা রয়েছে তা অবশ্যই আপনাদের বোধগম্য রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

তারা বলল, 'জী হ্যাঁ'।

নুয়াইম বললেন, 'বেশ তাহলে শুনুন, 'ইহুদীগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তাদের স্বীকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং এ কারণে তারা লজ্জিতও হয়েছে। বর্তমানে তারা এ শর্তে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে যে, বন্ধক হিসেবে তারা আপনাদের নিকট থেকে কিছু সংখ্যক লোক গ্রহণ করার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সমর্পণ করবে এবং এর মাধ্যমে অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘাটতি পূরণ করে নেবে। কাজেই ইহুদীগণ বন্ধক হিসেবে কুরাইশদের নিকট থেকে কিছু সংখ্যক লোক চাইলেও

কিছুতেই তা দেয়া যাবে না। এরপর নুয়াইম গাত্বাফান গোত্রে গিয়ে কুরাইশদের নিকট যা বলেছিলেন তার পুনারাবৃত্তি করলেন। এতে তারাও সজাগ হয়ে উঠল। এরপর শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাত্রিতে কুরাইশগণ ইহুদীগণের নিকট এ পয়গাম প্রেরণ করে যে, তাদের অবস্থা কোন সুবিধাজনক স্থানে নেই। ঘোড়া এবং উটগুলো মারা যাচ্ছে। অতএব, ওদিক থেকে আপনারা এবং এদিক থেকে আমরা উভয় দল এক সঙ্গে মুহাম্মাদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** এর উপর আক্রমণ পরিচালনা করি। এর উত্তরে ইহুদীগণ বলল, 'আজ শনিবার এবং আপনারা অবগত আছেন যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে যারা এ দিবসে শরীয়তের আদেশ অমান্য করেছিল কিভাবে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের কিছু সংখ্যক লোককে বন্ধক হিসেবে আমাদের নিকট না রাখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব না।।

সংবাদ বাহক যখন ইহুদীদের নিকট থেকে এ উত্তর নিয়ে ফেরৎ এল তখন কুরাইশ এবং গাত্বাফান গোত্রের লোকেরা বলল, 'আল্লাহর কসম! নুয়াইমতো সত্যই বলেছিল।' কাজেই, তারা ইহুদীগণকে এ কথা বলে পাঠাল, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের হাতে কোন লোককে বন্ধক রাখব না। আসুন আপনারা আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন এবং আমরা উভয় পক্ষ এক যোগে দুই দিক থেকে মুহাম্মাদ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** এর বাহিনীকে আক্রমণ করি। এ কথা শুনে বনু কুরাইযাহর লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে বলল, 'আল্লাহর কসম! নুয়াইম তোমাদেরকে সত্যই বলেছিলেন।' এভাবে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার পথ বন্ধ হয়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে গেল। যার ফলশ্রুতিতে তাদের সাহস এবং মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। এবং তারা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলো। -দেখুন, সহীহ বোখারী, বাবু ফাযলিত ত্বালীয়াহ, হাদীস ২৮৪৭

যুদ্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হলো, শত্রু সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা। তাদের গতিবিধি ও পদক্ষেপ সমূহের উপর নজরদারি করা। আর এর জন্য গুপ্তচরবৃত্তির বিকল্প নেই। যার জন্য খন্দকের যুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য রাসূল সাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আর যুবায়ের রাযি. তৎক্ষনাৎ প্রস্তুত হয়ে যান।

**হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত,**

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يأتني بخبر القوم). يوم الأحزاب، قال الزبير: أنا، ثم قال: (من يأتيني بخبر القوم). قال الزبير: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير). [صحيح البخاري ٣/ ١٠٤٧]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন ঘোষনা করেন, 'কে আমাকে কাফেরদের খবর এনে দিতে পারবে?' হযরত যুবায়ের রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এনে দিব।' রাসূল আবার বললেন, 'কে আমাকে কাফেরদের খবর এনে পারবে?' হযরত যুবায়ের রাযি. বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এনে দিব।' অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (বিশেষ সহচর) ছিলো আর আমার হাওয়ারী যুবায়ের'। -সহিহ বোখারী ৩/১০৪৭

**গ. সাধারণ জনগণের উপর শাসকের গুপ্তচরবৃত্তি**

পূর্বের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুসলমানের পিছনে গুপ্তচরবৃত্তি হারাম। বিশেষকরে মুসলিম শাসকদের জন্য, কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীরুল মুমিনীন হযরত মুয়াবিয়া রাযি. কে সম্মোধন করে বলেছেন,

عن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم». «سنن أبي داود» (٤/ ٢٧٢)

যদি তুমি মানুষের গোপন বিষয়ের পেছনে পড়ো, তাহলে তাদের ধ্বংস করে দিবে, অথবা ধ্বংস করার উপক্রম হবে। -সুনানে আবু দাউদ ৪/২৭২

অপর এক হাদীসে ইরশাদ করেন,

عن جُبير بنِ نُفَيرٍ وكثيرِ بنِ مُرّةَ وعمرو بنِ الأسود والمقدامِ بنِ مَعدي كَرِبَ وأبي أُمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الأميرَ إذا ابتغى الرِّيبةَ في الناسِ أفسدَهُم. «سنن أبي داود» (٧/ ٢٥١)

শাসক যখন মানুষের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করে বেড়ায়, তখন তাদের ধ্বংস করে ছাড়ে। -সুনানে আবু দাউদ ৭/২৫১

তবে যদি গুপ্তচরবৃত্তি পরিত্যাগের ফলে মুসলিমদের মধ্যে ফাসাদ, বিদ্রোহ কিংবা কারো কোনো ক্ষতি বা সম্মানহানী হয়, তখন শাসকের জন্য জনগণের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করা জায়েয আছে।

**আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহি. (মৃ-৮৫৫ হি.) বলেন,**

ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما أو بامرأة ليزني بها فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه. [عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٢/ ١٣٦]

যখন কাউকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া কোনো উপায় না থাকে, যেমন, কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, অমুক ব্যাক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে বের হয়েছে, অথবা, কোনো নারীকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছে, তখন শরীয়ত এব্যাপারে অনুসন্ধান ও গুপ্তচরবৃত্তির বৈধতা দিয়েছে। -উমদাতুল কারী ২০/২৬৩

এছাড়া কোনো অনিশ্চিত তথ্য বা সন্দেহের ভিত্তিতে কারো পেছনে গুপ্তচরবৃত্তি করা জায়েয নেই। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের ফোনে আঁড়ি পাতা, পেগাসাস ও এজাতীয় কোনো সফটয়্যার ইনস্টল করে হ্যাকিং, ট্র্যাকিং এবং যেকোনো ধরনের নিয়ন্ত্রন ও নজরদারী করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয ও হারাম।

**আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহি. (মৃ-১৩৫৩ হি.) বলেন,**

ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربونَ، ويوقدون في الأخصاص، فقال: «نهيتكم عن معاقرَة الشراب، فعاقرتم، وعن الإِيقاد في الأخصاص، فأوقدتم»، وهم بتأديبهم، فقالوا: «يا أمير المؤمنين، نَهاك الله عن التجسس، فتجسَّست، ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت، فقال: «هاتان بهاتين»، وانصرف، ولم يعرض لهم. «فيض الباري على صحيح البخاري» (٦/ ٢٤)

একবার হযরত ওমর রাযি. একটি ঘরে প্রবেশ করেন, যেখানে বসে কিছু লোক আগুন প্রজ্জোলন করে মদ পান করছিলো। ওমর রাযি. বললেন, আমি মদ পানের ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছি, অথচ তোমরা মদ খেয়েছো। আমি কুড়েঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে নিষেধ করেছি, অথচ তোমরা আগুন জ্বলিয়ে রেখেছো। তারা বললো, হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তায়ালা গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন, অথচ আপনি গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। আল্লাহ অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন, অথচ আপনি প্রবেশ করেছেন। এটা শুনে তিনি বললেন, তোমাদের অপরাধ দু'টির বদলায় আমার দু'টি। এটি বলে তিনি চলে গেলেন, আর ফিরে তাকাননি। -ফয়যুল বারী আলা সহীহিল বুখারী ৬/২৪

**আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবী শায়বা রহি. (মৃ-২৩৫ হি.) বলেন,**

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أُتي ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا، فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه به.

«مصنف ابن أبي شيبة» (١٤/ ٤٩٦)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে বলা হলো, 'এইযে লোকটি দেখছেন, তার দাড়ি থেকে মদের ফোটা ঝরে পড়েছে'। আমাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে, কোনো বিষয় প্রকাশ পেয়ে গেলে, সেটা ধরে থাকি। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১৪/৪৯৬

## ৩. গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নাজায়েয ও হারামে লিপ্ত হওয়ার হুকুম

গুপ্তচরবৃত্তি, নিরাপত্তা বা জিহাদের প্রয়োজনে শরীয়ত এমন কিছু কাজের অনুমতি দিয়েছে, যা মৌলিকভাবে নাজায়েয; বরং এমন কিছু কাজেরও অনুমোদন দিয়েছে, যা বাহ্যত কুফর এবং স্বাভাবিক অবস্থায় তা করলে কুফরের বিধান আরোপিত হয়। যেমন, মিথ্যা বলা, দাড়ি মুণ্ডন করা ও কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে বেশ-ভূষা পরিবর্তন করা।

দাড়ি রাখা শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। দাড়ি লম্বা রাখা সকল পুরুষের ওপর ওয়াজিব। মুণ্ডানো বা এক মুষ্টির কম ছাঁটাই করা কাফের-মুশরিক ও অগ্নিপূজারীদের রীতি।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى ». [صحيح مسلم ١/ ١٥٣]

"তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর। গোঁফ সম্পূর্ণ কর্তন কর, দাড়ি লম্বা রাখ।" -সহীহ মুসলিম: ৬২৫

উপরোক্ত হাদীস সহ আরো বিভিন্ন হাদীস এবং সাহাবা ও তাবিয়িনের আমলের ভিত্তিতে উম্মাহর সকল ইমাম একমত যে, অন্তত এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এর কমে ছাঁটাই করা বা মুণ্ডিয়ে ফেলা নাজায়েয।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد. [فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي ٢/ ٣٤٨]

"একমুষ্ঠির কমে দাড়ি কাটা; যেমনটা কতক পশ্চিমা লোক এবং হিজড়াপ্রবণ লোকেরা করে থাকে, কোনো ইমামই এর বৈধতা দেননি।" -ফাতহুল কাদীর: ২/৩৪৭

ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু ৪৫৬ হি.) এ বিষয়ে ইজমা নকল করে বলেন,

واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. [مراتب الإجماع ص١٥٧]

"সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, সম্পূর্ণ দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলা 'মুছলা' তথা চেহারা বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত, যা নাজায়েয।" -মারাতিবুল ইজমা: ১৫৭

আর পোশাকাশাক ও চালচলনে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনও শরীয়তে নিষেধ। মুসলিম উম্মাহ সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ। অন্য সকল জাতি তাদের অনুসরণ করবে। তাঁরা কখনো কারো অনুসরণ করবে না। এসব বিষয়ে অন্য জাতির অনুসরণ মূলত

তাদের আদর্শ ও সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ﴾ [هود: ١١٣]

"যারা জুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহলে তোমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে।" -সূরা হুদ (১১) : ১১৩

তাছাড়া বাহ্যিক সাদৃশ্য যেমন আন্তরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসার প্রতীক, তেমনি তা ধীরে ধীরে তাদের মহাব্বত ও ভালোবাসার দিকে নিয়ে যায়। এক পর্য়ায়ে তা দ্বীন থেকে বিচ্যুতিরও কারণ হয়। ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.) বলেন,

ونهى عن التشبُّه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعةٌ إلى الموافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه الهَدْيُ الهَدْيَ أشبه القلبُ القلبَ [إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ١/ ٣٦٤ ت الفقي]

"কুরআন-হাদীসের অনেক জায়গায় আহলে কিতাব ও অন্য সকল কাফেরের সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা বাহ্যিক সাদৃশ্য আভ্যন্তরীণ আনুগত্যের মাধ্যম। বেশ-ভূষা ও চাল-চলন যখন পরস্পর সদৃশ হয়, অন্তরও অন্তরের সদৃশ হয়ে যায়।" -ইগাসাতুল লাহফান : ১/৬২৪

এসব কারণে শরীয়ত বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে কঠোরভাবে বারণ করেছে এবং তাদের বিরোধিতার আদেশ দিয়েছে। তাদের ধর্মীয় নিদর্শন পর্য়ায়ের বিষয়গুলোতে সাদৃশ্য অবলম্বনকে কুফর সাব্যস্ত করেছে। যারা তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, তাদেরকে তাদেরই দলভুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من تشبه بقوم فهو منهم–سنن ابي داود، رقم: ٤٠٣١

"যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত হবে।" -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩১

অন্য হাদীসে এসেছে,

قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى،» [سنن الترمذي ٤/ ٤٢٥]

"যে ব্যক্তি ভিন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। ইহুদিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না, খ্রিস্টানদেরও না।" -সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ২৬৯৫

পারস্যে জিহাদরত মুসলিম বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিয়ে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وإياكم والتنعم وزى أهل الشرك –صحيح مسلم، رقم: ٥٥٣٢

"বিলাসিতা ও মুশরিকদের বেশ-ভূষা থেকে বেঁচে থাকবে।" -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫৩২

আরেক বর্ণনায় এসেছে,

«لا تعلموا رطانة الأعاجم ... ولا تلبسوا لباسهم »

"অনারবদের মতো কথা বলতে শিখবে না। ... তাদের মতো পোশাকও পরিধান করবে না।" –কিতাবুয যুহদ, আলমাআফি ইবনু ইমরান; হাদীস নং ১৯২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحرب خدعة). [صحيح البخاري ٣/ ١١٠٢ ت البغا]

"যুদ্ধ কৌশলের নাম।" -সহীহ বুখারী: ২৮৬৬

মিথ্যা বলা শরীয়তে অত্যন্ত জঘন্য একটি হারাম। কিন্তু জিহাদের প্রয়োজনে মিথ্যা বলার অনুমোদন হাদীসেই দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا يحل الكذب إلا في ثلاث: ... والكذب في الحرب، والكذب .... –سنن الترمذي، رقم: ١٩٣٩

"তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া মিথ্যা বলা বৈধ নয়... (তার মধ্যে একটি হল) যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যা বলা..." -সুনানে তিরমিযী: ১৯৩৯

কা’ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠান, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু কথা বলার অনুমতি চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় দীর্ঘ হাদীসটির সংশ্লিষ্ট অংশের বিবরণ এরকম-

«...من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله»، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: «قل»، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين... -صحيح البخاري، رقم: ٤٠٣٧

“...(রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) তোমরা কে পারবে, কা’ব ইবনে আশরাফকে শায়েস্তা করতে? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে বল। তিনি কা’ব ইবনে আশরাফের কাছে গিয়ে বললেন, এই লোকটা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে সাদাকা চায়! লোকটা আমাদেরকে বড় কষ্টে ফেলে দিল! এজন্য আমি তোমার কাছে কিছু ঋণ চাইতে এসেছি। কা’ব বলল, হুঁম! আরো বুঝবে! আল্লাহর কসম! তোমরা তার প্রতি একদম বিরক্ত হয়ে যাবে! মুহম্মাদ বিন মাসলামা রা. বললেন, কি করব ভাই! তার অনুসরণ যখন করেই বসেছি, তো তার বিষয়টা কোনদিকে গড়ায়, তা না দেখে ফিরতে চাচ্ছি না! এখন আমি তোমার কাছে এক-দুই ‘ওয়াসাক’ (খাবার) ঋণ নিতে চাই!...” -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০৩৭

খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালিকে হত্যা করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠান,

তিনিও তার কাছে গিয়ে অসত্য বলেছিলেন এবং তারা যেন তা বুঝতে না পারে, এজন্য তিনি আসরের সালাত ইশারায় রুকু সেজদা করে এবং হাঁটতে হাঁটতে আদায় করেছেন। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় দীর্ঘ হাদীসের সংশ্লিষ্ট অংশের বিবরণ নিম্নরূপ-

...فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال أجل أنا في ذلك قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ... -مسند الإمام أحمد ، رقم: ١٦٠٩٠، ط الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ-٢٠٠١م، المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون

"...(আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. বলেন) আমি তার (খালিদ বিন সুফিয়ানের) দিকে এগিয়ে গেলাম। একটু পর আমার মাঝে এবং তার মাঝে যা ঘটবে, তাতে আমার আসরের সালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করলাম। **ফলে তার দিকে হাঁটতে হাঁটতেই মাথার ইশারায় রুকু সেজদা করে সালাত আদায় করে নিলাম**। যখন তার সামনে উপস্থিত হলাম, জিজ্ঞেস করল, কে তুমি? বললাম আরবের লোক। **শুনেছি ঐ লোকটির জন্য (মুহাম্মাদের মোকাবেলার জন্য) তুমি সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত করছ! একাজে তোমার সহযোগিতা করতে এসেছি**। সে বলল, হ্যাঁ, আমি তো কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তারপর কিছুক্ষণ তার সঙ্গে হাঁটলাম। যখন সুযোগ হাতে আসল, তরবারি দিয়ে আঘাত করলাম এবং তাকে হত্যা করলাম।..." -সুনানে আবু দাউদ: ১২৫১, মুসনাদে আহমাদ: ১৬০৯০

**আবুবকর ইবনুল আরাবী রহ. (৫৪৩ হি.) বলেন-**

وقال بن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال. [فتح الباري لابن حجر ٦/ ١٥٩]

"যুদ্ধে মিথ্যা বলার বিষয়টি ভিন্ন। সুস্পষ্ট নসের মাধ্যমে তা জায়েয। প্রয়োজনের বিবেচনায় এবং মুসলিমদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।" –ফাতহুল বারি: ৬/১৫৯

**তাজুদ্দীন সুবকি শাফিয়ি রহ. (মৃত্যু ৭৭১ হি.) বলেন-**

قد علم أن لبس زي الكفار، وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك، واشتدت حاجتهم إلى من يفعله، فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه، وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين. [الأشباه والنظائر – السبكي ٢/ ١٣٢]

"জানা কথা যে, ইকরাহের হালত তথা বল প্রয়োগে বাধ্য না হলে কাফেরদের নিদর্শন ধারণ করা বা কুফরী শব্দ মুখে উচ্চারণ করা কুফর। অবশ্য যদি এতে মুসলমানদের কল্যাণ থাকে এবং অত্যাধিক প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে যতটুকু বুঝা যায়, এটি তখন ইকরাহের অবস্থার মতো হয়ে যাবে। সালাহুদ্দীন আইউবি রহ. এর জীবনেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল।" –আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ের ২/১৩২

**ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন,**

ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم، فلما قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم من الروم كنا في دار الإسلام بأمان، وانتسبوا لهم إلى من يعرفونه من أهل الحرب، أو لم ينتسبوا، فخلوا سبيلهم، فلا بأس  بأن يقتلوا من يقدرون عليه منهم ويأخذوا الأموال. وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم من أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع المسلمين، فأذنوا لهم في الدخول. فهذا والأول سواء. واستدل عليه بحديث عبد الله بن أنيس المتخصر في الجنة حين قال لسفيان بن عبد الله: جئت لأنصرك وأكثرك وأكون معك، ثم قتله. فدل أن مثل هذا لا يكون أمانا. [شرح السير الكبير ٧٨/٢]

"মুসলমানদের কিছু লোক রোমানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করল। তাদের পোশাক পরিধান করল এবং (তাদের দেশে প্রবেশ করতে চাইলে) যখন তারা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কারা? তারা উত্তর দিল, 'আমরা রোমান। আমান নিয়ে দারুল ইসলামে ছিলাম'। রোমানরা চেনে, দারুল হরবের এমন কিছু লোকের তারা পরিচয়ও দিল; কিংবা পরিচয় না-ই দিল। তারপর তারা তাদের জন্য প্রবেশের পথ খুলে দিল। এ অবস্থায় তাদের জন্য (হারবিদের) যাকে বাগে পায় হত্যা করতে ও মাল লুণ্ঠন করতে কোনো অসুবিধা নেই। তদ্রূপ তারা যদি বলে, আমরা যিম্মি। মুসলমানদের সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চলে এসেছি। এতে তারা প্রবেশের পথ

খুলে দিল, তাহলে এটি আর আগেরটির বিধান একই। এর দলীল হল, আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি (খালেদ ইবনে) সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহকে বলেছিলেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে এবং আপনার দল ভারী করতে ও আপনার সঙ্গ দিতে এসেছি'। এরপর তিনি তাকে হত্যা করেছেন। বুঝা গেল, এ ধরনের কথা আমান (প্রদান) হিসেবে গণ্য হবে না।" -শরহুস সিয়ারিল কাবির: ২/৭৮

**মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়ায় বলা হয়েছে-**

ذهب الحنفية على الصحيح عندهم، والمالكية على المذهب، وجمهور الشافعية إلى أن التشبه بالكفار في اللباس – الذي هو شعار لهم به يتميزون عن المسلمين – يحكم بكفر فاعله ظاهرا، أي في أحكام الدنيا، فمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه يكفر، إلا إذا فعله لضرورة الإكراه أو لدفع الحر أو البرد. وكذا إذا لبس زنار النصارى؛ إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين أو نحو ذلك... فلو علم أنه شد الزنار لا لاعتقاد حقيقة الكفر، بل لدخول دار الحرب لتخليص الأسارى مثلا لم يحكم بكفره. ذلك. «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٢/ ٥)

"হানাফি ও মালেকী মাযহাবের বিশুদ্ধ মতে এবং অধিকাংশ শাফেয়ী ফকিহের মতে এমন পোশাকাশাকে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা (কুফর), যে পোশাকটি তাদের ধর্মীয় প্রতীক এবং যার মাধ্যমে তারা মুসলমান থেকে ভিন্ন জাতি গণ্য হয়। যে ব্যক্তি তা পরিধান করবে, দুনিয়ার বিচারে তার ওপর কুফরের হুকুম আরোপিত হবে। অতএব যে ব্যক্তি অগ্নিপূজারীদের টুপি মাথায় দিবে সে কাফের হয়ে যাবে। অবশ্য সে যদি তা একান্ত বাধ্য হয়ে ইকরাহের কারণে বা শীত-গরম থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাথায় দেয়, তাহলে কাফের হবে না। এমনিভাবে খ্রিস্টানদের 'যুন্নার' বাঁধলেও কাফের হয়ে যাবে। **তবে যদি যুদ্ধে ধোঁকা দেয়া কিংবা মুসলমানদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে করে, তাহলে কাফের হবে না।** ...সুতরাং যদি জানা যায় যে, সে ব্যক্তি কুফরি বিশ্বাস রেখে যুন্নার বাঁধেনি, বরং বেঁধেছে দারুল হারবে ঢুকে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য বা এ জাতীয়

অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, তাহলেও কুফরের হুকুম আরোপ হবে না।" –মাওসুয়া ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়া: ১২/৫

উপরোক্ত বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে একথা প্রমাণিত হলো যে, কুফফারদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি এবং তাগূতের গ্রেফতার, আক্রমণ ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে জরুরতের সময় মুজাহিদদের জন্য শরীয়ত ক্ষেত্রবিশেষ নাজায়েয ও হারাম কাজের অনুমতি দিয়েছেন।

তবে যে কোনো ব্যক্তির জন্য নাজায়েয ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার মতন এমন ঝুকিপূর্ণ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। কারণ, আমরা অনেকেই নিজেদের বাস্তব ঝুঁকির মাত্রা, শত্রুর নীতি ও গতিবিধি এবং টার্গেটের ব্যাপারে শত্রুর অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ অবহিত নই। সুতরাং এব্যপারে অভিজ্ঞ, আহলে আহলে ইলম ও  নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞগণ, কাজের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার ধরন ও নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর যদি মনে করেন, এই পরিস্থিতিতে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য বা তার নিরাপত্তার জন্য হারাম বা নাজায়েয কাজে জড়ানো জরুরি, তখনই এই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হবে। অন্যথায় নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিলে নফস ও শয়তানের ধোঁকায় গুনাহে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি যথাযথ বুঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

**সমাপ্ত**